সংবাদ

তারিখ ... 09 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

সেমিনারে বক্তারা

শিক্ষকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতা জাতি গঠনে বড় বাধা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এবং উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানে সরকার ব্যর্থ। তাদের দাবি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এবং সমগ্র এশিয়ায় শিক্ষকদের যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, এদেশের শিক্ষকদেরও অবস্থান অনুযায়ী সেই একই সুবিধা দেয়া উচিত। কেননা একজন শিক্ষক একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন। অথচ রাষ্ট্র যদি সেই শিক্ষকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার নিরাপত্তা দিতে না পারে তবে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটা জটিলতা ও অসম্পূর্ণতা তৈরি হয়। যা ভবিষ্যতে জাতি গঠনের জন্য বড় বাধা। গতকাল সকালে মুক্তিভবনে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ 'প্রত্যাশিত প্রাথমিক শিক্ষা ও বাস্তবতা' শীর্ষক সেমিনারে পদোন্নতি, বেতন বৈষম্য দূর, মোট শিক্ষা বাজেটের অর্ধেক প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করাসহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর

জাতি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

জাতি : গঠনে বাধা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আল আমীনের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচার্স ইউনিয়নের (ডব্লিউএফটিইউ) প্রেসিডেন্ট ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. অজয় রায়, সাংবাদিক কলামিস্ট ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী, অধ্যাপিকা এএন রাশেদা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাসিম আক্তার হোসাইন প্রমুখ। অধ্যাপক মাহফুজা খানম বলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয় ১:৬ হারে। কিন্তু আমাদের দেশে সে কাঠামো হচ্ছে ১:১২ হারে। তিনি বলেন, বিষয়টি দেখে মনে হয় আমলারা বাজার করেন ভিনগ্রহ থেকে। দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষুধা নেই, বাজার করতে হয় না। শিক্ষকতা পেশাটি এখনও এ দেশে তেমন জনপ্রিয় না হওয়ায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে অনীহা প্রকাশ করেন। শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এ পেশায় নিয়ে আসতে হবে। পেশাগত মান উন্নয়নে শুরুতেই যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে তা অব্যাহত রাখতে হবে।